بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ মার্চ, ২০২২ মোতাবেক ০৪ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.)'র খলীফা নির্বাচিত হওয়া সম্পর্কে মতভিন্নতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ বিষয়ে তাবারীর ইতিহাসে লেখা আছে, সেসময় হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.) দাঁড়ান এবং বলেন, হে আনসারগণ! এ বিষয়ের (তথা খিলাফতের) নিয়ন্ত্রণ তোমরা তোমাদের করায়ত্তে রাখ কেননা, এরা (তথা মুহাজিররা) বর্তমানে তোমাদের দয়ামায়ার ওপর নির্ভরশীল। কারও তোমাদের বিরোধিতা করার সাহস হবে না আর মানুষ তোমাদের মতের বিরুদ্ধে যাবে না। তোমরা সম্মানিত, ধনবান, সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিমত্তার অধিকারী, প্রতাপশালী, অভিজ্ঞ যুদ্ধংদেহী, নির্ভীক এবং সাহসী লোক। লোকেরা তোমাদের পথপানে চেয়ে আছে যে, তোমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। এখন মতবিরোধ করো না, নতুবা তোমাদের মতভেদ তোমাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের বিষয়টি তোমাদের জন্য বুমেরাং হবে। অতএব, এরা যদি তোমাদের কথা অস্বীকার করে অর্থাৎ, কুরাইশ মুহাজিররা যদি এ বিষয়টি অস্বীকার করে যা তোমরা এইমাত্র শুনলে, তাহলে একজন আমীর আমাদের মাঝ থেকে হবে এবং অন্যজন হবে তাদের মাঝ থেকে। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি অসম্ভব। **এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না**। আল্লাহ্‌র শপথ! আরবরা কখনো তোমাদেরকে আমীর হিসেবে মেনে নিবে না কেননা, তাদের নবী (সা.) তোমাদের গোত্রের নয় বরং ভিন্ন গোত্রের সদস্য। অবশ্য আরব, যাদের মাঝে নবুওয়্যত ছিল; তাদের বিষয় (কুরাইশদের) হাতে তুলে দিতে আরবদের কোন দ্বিধা থাকবে না আর তাদের মধ্য হতেই তাদের আমীর হওয়া উচিত। আর এ অবস্থায় আরবদের মধ্য হতে যদি কেউ সে ব্যক্তির নেতৃত্বকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তার বিপরীতে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যুক্তি ও স্পষ্ট সত্য থাকবে। মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজত্ব ও এমারতের বিষয়ে কে আমাদের বিরোধিতা করতে পারে? আমরাই তাঁর (সা.) বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন। নির্বোধ, পাপী অথবা নিজেকে ধ্বংসকারী ব্যতীত অন্য কেউ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে না। হুবাব বিন মুনযের (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা নিজেরা এ বিষয়ের নিস্পত্তি কর আর এ ব্যক্তি ও তার সমমনাদের কথায় সম্মত হয়ো না। এরা তোমাদের প্রাপ্য অংশও করায়ত্ত করতে চায়। আর এরা যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হয় তবে তাদের সবাইকে নিজেদের এলাকা থেকে বের করে দাও। আর সব বিষয়ের বাগডোর নিজেদের হাতে নিয়ে নাও কেননা, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরাই এই এমারতের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখ ও সবচেয়ে যোগ্য। যারা কখনো এ ধর্মের অনুগত হওয়ার ছিল না, তোমাদের তরবারির জোরেই

এ ধর্মের অনুসারী হয়েছে। আমি এসব কার্যক্রমের নিস্পত্তির দায়িত্ব নিজ হাতে নিচ্ছি কেননা, এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গীন অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে আমার এমনটি করার অধিকারও রয়েছে। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তোমাদের সম্মতি থাকে তাহলে আমি কাটছাঁট করে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি এরূপ কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের ধ্বংস করে দিবেন। হুবাব (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন, বরং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় হযরত আবু উবায়দাহ্ (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা তারা যারা সর্বাগ্রে ধর্মের সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়েছ। এখন এমনটি যেন না হয় যে, তোমরাই সর্বপ্রথম এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করবে। এতে বশীর বিন সা'দ (রা.) বলেন, হে আনসারগণ! ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুশরিকদের সাথে জিহাদ ও ইসলাম ধর্মের সেবা করার যে সৌভাগ্য আমাদের লাভ হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও নবীর আনুগত্য ছিল। অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো আমাদের জন্য শোভনীয় নয় আর আমরা এর মাধ্যমে জাগতিক কোন স্বার্থসিদ্ধি করতে চাই না। এ বিষয়ে আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ রয়েছে। কান খুলে শোন! মুহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর জাতি নেতৃত্ব লাভের সর্বাধিক অধিকারী এবং যোগ্য। আমি খোদা তা'লার শপথ করে বলছি, এ বিষয়ে আমি কখনো তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হবো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাদের বিরোধিতা করো না এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না।

যাহোক, হযরত উমর (রা.) যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে, সুনানে কুবরা লিন্ নিসাঈ-তে বর্ণিত আছে, সাকীফা বনূ সায়েদায় যখন আনসাররা বলল, একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবে এবং একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে, তখন, পূর্বে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) বলেন, একটি খাপে দু'টি তরবারি থাকতে পারে না আর এমনটি হওয়া সমীচীনও নয়। অতঃপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরে নিবেদন করেন, এই তিনটি গুণাবলী কার? অর্থাৎ, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থ: যখন সে অর্থাৎ, মহানবী (সা.) তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুশ্চিন্তা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন (সূরা আত্ তওবা: ৪০)। তাঁর (সা.) সঙ্গী কে ছিলেন? অতঃপর বলেন, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, অর্থাৎ, যখন তারা দু'জন গুহায় ছিলেন। এই দু'জন কারা ছিলেন? আবার হযরত উমর (রা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। মহানবী (সা.) ব্যতীত (আল্লাহ্) আর কার সাথে ছিলেন? হযরত আবু বকর (রা.) না হলে আর কার সাথে ছিলেন বা আছেন? এটি বলে হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন এবং তারপর লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাও বয়আ'ত করে নাও। অতঃপর উপস্থিত লোকেরাও বয়আ'ত করে নিল।

হযরত উমর (রা.)'র পর হযরত আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ (রা.) এবং হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) বয়আ'ত করেন আর একইভাবে সব আনসার হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন। ইসলামী সাহিত্যে এই বয়আ'ত **'বয়আ'তে সাকীফা'** কিংবা **'বয়আ'তে খাস্‌সা'**

নামে বিখ্যাত। কতক রেওয়ায়েত-এ এমনও পাওয়া যায়, হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন নি আবার অপর কতক রেওয়ায়েত থেকে এটিও পাওয়া যায় যে, তিনি অন্যান্য আনসারদের সাথে বয়আ'ত করেছিলেন। অতএব, তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে, সমগ্র জাতির লোকেরা পালাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছেন এবং হযরত সা'দ (রা.)-ও বয়আ'ত করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "দেখ! মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে আর তা কতই না উত্তমভাবে হয়েছে। তাঁর (সা.) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। সেসময় আনসাররা চেয়েছিল, একজন খলীফা তাদের মধ্য থেকে হোক এবং আরেকজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে। একথা শুনতেই হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং অন্য কতক সাহাবী (রা.) তৎক্ষণাৎ সে স্থানে চলে যান যেখানে আনসাররা সমবেত হয়েছিল আর তিনি তাদেরকে বলেন, দেখ! দু'জন খলীফা বানানোর ধারণাটি ভুল। বিভক্তির মাধ্যমে ইসলাম উন্নতি করবে না। যাহোক না কেন খলীফা একজনই হবে। তোমরা যদি মতভেদ কর তবে তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে, তোমাদের মানসম্মান ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে এবং আরবরা তোমাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তাই তোমরা এমন কথা বলো না। কতক আনসার তাঁর (রা.) বিপরীতে যুক্তি উপস্থাপন করতে আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার ধারণা ছিল, হযরত আবু বকর (রা.) যেহেতু কথা বলতো পারেন না, তাই আনসারদের সামনে আমি বক্তৃতা করবো কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেন তখন তিনি সেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন যা আমার মাথায় ছিল বরং এর চেয়ে দৃঢ় দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি দেখে আমি মনে মনে বলি, আজ এই বৃদ্ধ আমাকে পুনরায় পরাস্ত করল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, আনসারদের মধ্য থেকে কয়েকজন দণ্ডায়মান হয় এবং তারা বলে, হযরত আবু বকর (রা.) যা কিছু বলছেন তা সঠিক। মক্কার অধিবাসী ছাড়া আরবরা অন্য কারও অনুগত্য করবে না। অতঃপর একজন আনসারী আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ্ তা'লা এ দেশে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁর আপন আত্মীয়স্বজন তাকে শহর থেকে দেশান্তরিত করে দিয়েছেন। তখন আমরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে স্থান দিয়েছি এবং খোদা তা'লা তাঁর কারণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা মদীনাবাসী অজানা ছিলাম, লাঞ্ছিত ছিলাম কিন্তু এ রসূলের (সা.) বদৌলতে আমরা সম্মানিত হয়েছি এবং খ্যাতি লাভ করেছি। এখন তোমরা এ বিষয়কে যা আমাদেরকে সম্মানিত করেছে, যথেষ্ট মনে কর এবং অধিক লোভ করো না। এমন যেন না হয় যে, আমাদের এ কারণে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, দেখ! খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। অবশিষ্ট রইল কে খলীফা হবে? আমি বলবো, তোমরা যাকে চাও খলীফা বানাও। আমার খলীফা হওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি বলেন, আবু উবায়দাহ্ বিন জাররাহ্ এখানেই আছে তাকে রসূল করীম (সা.) আমীনুল উম্মত (উম্মতের

বিশ্বস্ত ব্যক্তির) উপাধি দিয়েছিলেন। তোমরা তার হাতে বয়আ'ত কর। এছাড়া উমর আছেন, যিনি ইসলামের খাতিরে একটি নগ্ন তরবারি। তোমরা তার হাতেও বয়আ'ত করতে পার। হযরত উমর (রা.) বললেন, আবু বকর! একথা এখন থাকতে দিন। হাত এগিয়ে দিন, আমাদের বয়আ'ত নিন। হযরত আবু বকর (রা.)'র হৃদয়েও আল্লাহ্ তা'লা সাহস সঞ্চার করেন আর তিনি বয়আ'ত গ্রহণ আরম্ভ করেন।

সাকীফা বনূ সায়েদায় গণ বয়আ'ত সম্পর্কে আরও লেখা আছে, মহানবী (সা.) সোমবার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লোকেরা সাকীফা বনূ সায়েদায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করেন। সোমবারে দিনের অবশিষ্টাংশ এবং মঙ্গলবার সকালেও মসজিদে গণ বয়আ'ত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, সাকীফা বিন বনূ সায়েদার বয়আ'ত হয়ে যাওয়ার পরের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বসেন। সেখানে হযরত উমর দাঁড়ান এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র পূর্বে বক্তৃতা করেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেন, হে লোকসকল! গতকাল আমি তোমাদের সামনে এমর্মে কথা বলেছি যে, মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন নি। আমি এর উল্লেখ আল্লাহ্‌র কিতাবে কোথাও পাইনি আর মহানবী (সা.)ও আমাকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়্যত করে যান নি। কিন্তু আমি মনে করতাম রসুলুল্লাহ্ (সা.) অবশ্যই আমাদের বিষয়াবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বললেন, আমার ধারণা ছিল, আমরা প্রথমে মৃত্যুবরণ করব আর মহানবী (সা.) আমাদের সবার শেষে মৃত্যুবরণ করবেন এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মাঝে তা রেখেছেন যার মাধ্যমে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে পথনির্দেশনা দিয়েছেন আর যদি তোমরা সেটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকেও পথনির্দেশনা দিবেন, যেরূপে তিনি মহানবী (সা.)-কে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা তোমাদের বিষয়াবলীকে এমন এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেছেন যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, যিনি মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন এবং ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ এর সত্যায়নস্থল। অর্থাৎ, তিনি দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিলেন। অতএব, উঠ এবং তাঁর হাতে বয়আ'ত কর। অতএব, লোকেরা সাকীফার বয়আ'তের পর আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) গণ বয়আ'তের দিন একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় আমাকে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত করা হয়েছে, কিন্তু আমি তোমাদের সবার চাইতে উত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা কর আর যদি বক্রতা অবলম্বন করি তাহলে আমাকে সোজা করে দাও। সত্যতা হল, আমানত এবং মিথ্যা খিয়ানত। তোমাদের মধ্য থেকে দুর্বল ব্যক্তিও আমার কাছে শক্তিশালী যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অন্যদের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় না করে দেই এবং তোমাদের শক্তিশালী ব্যক্তিও আমার কাছে দুর্বল যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের কাছ থেকে অন্যদের অধিকার না আদায় করি, ইনশাআল্লাহ্। যে জাতি আল্লাহ্ তা'লার

পথে জিহাদকে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং যে জাতির মাঝে পাপাচার বিস্তার লাভ করে আল্লাহ্ তাদেরকে বিপদে নিপতিত করেন। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য কর আর যদি আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করি তাহলে তোমাদের জন্য আমার আনুগত্য আবশ্যক নয়। নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও। আল্লাহ্ তোমাদের সবার প্রতি কৃপা করুন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে হযরত আলী (রা.)'র বয়আ'ত করা সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা বলা হয়ে থাকে। ইতিহাসগ্রন্থ তাবারীতে লিখা আছে, হাবীব বিন আবু সাবেতের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) বাড়িতেই ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বলে, হযরত আবু বকর (রা.) বয়আ'ত নেয়ার জন্য বসেছেন। তখন হযরত আলী (রা.) জামা পড়া অবস্থায় ছিলেন, আর এতদ্রুত বেরিয়ে পড়েন যে, পাজামাও ছিল না এবং কোনো চাদরও ছিল না। কেননা তিনি অপছন্দ করতেন যে, কোথাও আবার দেরি না হয়ে যায়। এভাবে তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেন এবং তাঁর পাশে বসে পড়েন আর এরপর তিনি নিজের কাপড় আনিয়ে সেই কাপড় পরিধান করেন হযরত আবু বকর (রা.)'র বৈঠকেই বসে থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে হযরত আলী (রা.)'র বয়আ'ত করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) ছয় মাস পর্যন্ত বয়আ'ত করেন নি আর হযরত ফাতেমা (রা.)'র মৃত্যুর পর বয়আ'ত করেন। অথচ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে ও অধীর আগ্রহের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করেছিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাজির ও আনসাররা হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করে নেয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে আরোহণ করেন আর লোকদের প্রতি তাকিয়ে সেখানে তিনি (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেখতে পান নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আনসারদের মধ্যে থেকে কয়েকজন লোক গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসেন। [হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে] হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (হে) মহানবী (সা.)-এর চাচার পুত্র এবং তাঁর জামাতা! আপনি কি মুসলমানদের দুর্বল করতে চান? উত্তরে হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খলীফা! কঠোর হাতে পাকড়াও করবেন না আর এরপরই তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রথম দিন অথবা দ্বিতীয় দিন হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছিলেন। আর এটিই সত্য কথা, কেননা হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে কখনোই ত্যাগ করেন নি আর হযরত আবু বকর (রা.)'র পেছনে নামায পড়াও কখনো তিনি (রা.) পরিত্যাগ করেন নি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রথম দিকে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করতে বিলম্ব করেছিলেন। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ই জানেন তার মনে কী ধারণার উদয় হয় যে, পাগড়ীও বাঁধেন নি আর কেবল টুপি পরেই তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করার জন্য চলে আসেন এবং পরে পাগড়ী আনিয়ে নেন। মনে হয় তার হৃদয়ে এই চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, এটি তো অনেক বড় পাপ আর এজন্যই এত তাড়াহুড়া করেন যে, পাগড়ী না বেঁধেই তাৎক্ষণিকভাবে বয়আ'ত করার জন্য এসে যান আর পাগড়ী পরে আনান।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখুন! তিনি (রা.) মক্কার একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি আবির্ভূত না হতেন আর মক্কার ইতিহাস রচনা করা হত তাহলে ঐতিহাসিকরা শুধু এতটুকু উল্লেখ করত যে, আবু বকর (রা.) আরবের একজন ভদ্র ও সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণের ফলে আবু বকর (রা.) সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন যার জন্য সমগ্র বিশ্ব তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্মরণ করে। মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন আর মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে তাদের খলীফা ও বাদশাহ্ বানিয়ে নেয় তখন মক্কাতেও এই সংবাদ পৌঁছে যায়। একটি বৈঠকে অনেক লোক বসেছিল যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যখন শুনতে পান মানুষ হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আ'ত করেছে তখন তার জন্য এ বিষয়টি মেনে নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি সংবাদদাতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন আবু বকরের কথা বলছ? উত্তরে সে বলে, সেই আবু বকর যে আপনার পুত্র। সে আরবের এক–একটি গোত্রের নাম নিয়ে বলতে থাকে যে, তারাও আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করে নিয়েছে। আর যখন সে বলে, সবাই সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা ও বাদশাহ্ নির্বাচন করে নিয়েছে তখন আবু কোহাফা অবলীলায় বলে উঠে, **اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله,** অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক–অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সত্য রসূল ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, যদিও তিনি অনেক পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন, অর্থাৎ, হযরত আবু কোহাফা পূবেই মহানবী (সা.)-এর বয়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে এই কলেমা পুনরায় পাঠ করেন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রিসালতের স্বীকৃতি প্রদান করেন তা এই জন্য যে, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার পর তার চোখ খুলে যায় আর তিনি বুঝতে পারেন, এটিই হল ইসলামের সত্যতার এক শক্তিশালী প্রমাণ। অন্যথায় আমার পুত্রের কী এমন যোগ্যতা ছিল যে, তাঁর হাতে গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এ ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে করেছেন যে, দেখ! ইসলামগ্রহণের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র কী-ইবা গুরুত্ব ছিল। তিনি (রা.) যখন খলীফা হন তখন তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। কেউ একজন গিয়ে তাকে সংবাদ দেয়, **আপনাকে অভিনন্দন**, আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন আবু বকর? উত্তরে সেই ব্যক্তি বলে, আপনার পুত্র। একথা শুনেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি, বরং তিনি বলেন, অন্য কেউ হবে হয়তো। কিন্তু যখন তাকে নিশ্চিত করা হয় তখন তিনি বলেন, **আল্লাহু আকবর**। মুহাম্মদ (সা.)-এর মহিমা অসাধারণ! আবু কোহাফার পুত্রকে আরবরা তাদের নেতা মনোনীত করেছে। মোটকথা, সেই আবু বকর (রা.) যিনি জগতে কোনো বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণে এত সম্মানের অধিকারী হয়েছেন যে, এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদেরকে তাঁর প্রতি আরোপ করে গর্ববোধ করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ! আল্লাহ্ তা'লা কখনো কারও ঋণ রাখেন না। মানুষ আল্লাহ্‌র জন্য যা কিছু কেউ দেয় এর চেয়ে শতসহস্র গুণ বরং লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করে তিনি তা (ফিরিয়ে) দেন। দেখ! হযরত আবু বকর (রা.) মক্কায় সাধারণ একটি বাড়ি ছেড়ে এসেছিলেন কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এর কত বেশি মূল্যায়ন করেছেন! এর বিনিময়ে তিনি তাকে একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী বানিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফত সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর একটি সত্যস্বপ্নও রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, **"স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়, আমি একটি কূঁপের চর্কায় লাগানো বালতি দিয়ে পানি উঠাচ্ছি, এমন সময় আবু বকর এসে এক কিংবা দুই বালতি পানি এমনভাবে উঠান যে, তার উঠানোর মাঝে স্পষ্ট দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার দুর্বলতা ঢেকে দিবেন এবং তাকে মার্জনা করবেন। এরপর উমর বিন খাত্তাব আসেন আর সেই বালতিটি একটি বড় বালতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি এমন শক্তিশালী কাউকে দেখি নি যে এমন বিস্ময়কর কাজ করতে পারে যেমনটি উমর করেছে। তিনি এত পানি উঠান যে, মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় আর নিজ নিজ অবস্থানস্থলে গিয়ে বসে পড়ে"**।

হযরত আবু বকর (রা.)'র (নিজের)ও একটি সত্যস্বপ্ন রয়েছে। এ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত আবু বকর (রা.) একবার স্বপ্নে দেখেন, **'তাঁর গায়ে একটি ইয়েমেনী কাপড়ের পোশাক রয়েছে কিন্তু এর বুকের ওপর দুটি দাগ রয়েছে।'** হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এ স্বপ্নটি বর্ণনা করলে তিনি (সা.) বলেন, ইয়েমেনী পোশাকের অর্থ হল, তুমি সুসন্তান লাভ করবে আর দুই দাগের অর্থ হল, দুই বছরের শাসনক্ষমতা, অর্থাৎ তুমি দু'বছর মুসলমানদের শাসক থাকবে। খিলাফত নির্বাচনের পর হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য ভাতা নির্ধারণ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, খিলাফতের (নির্বাচনের) পর তিনি মদীনায় চলে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। তিনি (রা.) তাঁর দায়িত্বাবলী সম্পর্কে চিন্তা করেন আর বলেন, খোদার কসম! ব্যবসা-বাণিজ্য করে জনসাধারণের বিষয়াদির সমাধান করা সম্ভব নয়। এই কাজের জন্য অবকাশ ও

পরিপূর্ণ মনোযোগ প্রয়োজন। অপরদিকে আমার পরিবার-পরিজনের চাহিদাও কিছুটা পূরণ করতে হবে। তাই তিনি (রা.) ব্যবসা ছেড়ে দেন এবং বায়তুল মাল থেকে নিজের এবং পারিবারিক প্রয়োজনে দৈনিক খরচাদি গ্রহণ করতে আরম্ভ। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ৬ হাজার দিরহাম মঞ্জুর করা হয়। অতএব, বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য এতটা ভাতা নির্ধারণ করা হয় যা দিয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) তাঁর আত্মীয়স্বজনকে এমর্মে আদেশ দেন যে, বায়তুল মাল থেকে আমি যে ভাতা গ্রহণ করেছি তার সবটুকুই যেন ফিরিয়ে দেয়া হয় আর এটি পরিশোধের জন্য যেন আমার অমুক অমুক জমি বিক্রি করে দেয়া হয় এবং আজ পর্যন্ত আমি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মুসলমানদের যতটুকু ধনসম্পদ ব্যয় করেছি এই জমি বিক্রি করে যেন সেই অর্থের পুরোটাই পরিশোধ করা হয়। অতএব, তাঁর তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.) খলীফা হন আর তাঁর কাছে সেই অর্থ পৌঁছালে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, **হে আবু বকর সিদ্দীক (রা.)! আপনি আপনার স্থলাভিষিক্তের কাঁধে অনেক বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন**।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) গোটা মুসলিম জাহানের বাদশাহ্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কী পেতেন? জনগণের অর্থসম্পদের রক্ষক তিনি (রা.) ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে এই অর্থের কর্তৃত্ব রাখতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা.) অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তিনি (রা.) যেহেতু অর্থ হাতে আসতেই তা আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিতে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন তাই ঘটনাচক্রে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি (রা.) যখন খলীফা হন তখন তার কাছে কোন নগদ অর্থ ছিল না। খিলাফতের দ্বিতীয় দিনই তিনি (রা.) কাপড়ের পুটলিটি উঠিয়ে তা বিক্রির উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধ্যে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি (রা.) বলেন, এ কী করছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। কাপড় বিক্রি না করলে আমি খাব কোথা থেকে? হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি কাপড় বিক্রি করতে থাকেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব পালন কে করবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি যদি একাজ না করি তাহলে চলবে কীভাবে? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, বায়তুল মাল থেকে আপনি ভাতা নিন। জবাবে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো এটি সহ্য করতে পারব না। বায়তুল মালে আমার কী অধিকার? হযরত উমর (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআন যেখানে এ অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, যারা ধর্মীয় কাজ করে তাদের জন্য বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করা যাবে তাহলে আপনি কেন নিতে পারবেন না? অতএব, তাঁর জন্য বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারিত হয় কিন্তু সে যুগের প্রেক্ষিতে সেই ওযিফা কেবল এতটুকুই ছিল যা দিয়ে শুধু খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণ হতে পারত।

খোলাফয়ে রাশেদীনের চার খলীফার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকাল ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত যার ব্যাপ্তিকাল প্রায় সোয়া দুই বছর ছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত যুগই খিলাফতে রাশেদার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বর্ণালী যুগ হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য ছিল।

কেননা, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে অসাধারণ ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এবং কৃপার কল্যাণে হযরত আবু বকর (রা.)'র পরম সাহসিকতা, বীরত্ব, মেধা ও বিচক্ষণতায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই সমস্ত ভয়ভীতি ও বিপদাপদের কালোমেঘ কেটে যায় আর যাবতীয় শংকা নিরাপত্তায় বদলে যায় এবং অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের এভাবে দমন করা হয়েছে যে, খিলাফতের দোদুল্যমান ইমারত সুদৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খিলাফতের প্রথম দিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে যেসব বিপদাপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার উল্লেখ হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)ও করেছন, এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার পিতা যখন খলীফা মনোনীত হন এবং আল্লাহ্ তাঁকে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি সব ধরনের ফিতনা-ফাসাদকে ফুঁসে উঠতে এবং নবুয়্যতের ভণ্ড দাবীদারদের কর্মকাণ্ড আর মুনাফিক ও মুরতাদদের বিদ্রোহকে দেখেছেন। আর তাঁর ওপর এত বিপদাপদ এসে আপতিত হয়েছে যে, এসব যদি পাহাড়ের ওপর পতিত হতো তাহলে তা তৎক্ষণাত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো আর মাটির সাথে মিশে যেত কিন্তু তাঁকে রসূলদের ন্যায় ধৈর্য দেয়া হয়েছে এমনকি অবশেষে আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে গেছে এবং ভণ্ড নবীকে হত্যা করা হয়েছে আর মুরতাদদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। নৈরাজ্য দূরিভূত করা হয়, বিপদাপদ কেটে যায় আর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং খিলাফতের বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন এবং তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করেন এবং এক জগতকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। নৈরাজ্যবাদিদের চেহারা কালিমালিপ্ত করেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি আপন বান্দা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাহায্য করেছেন, বিদ্রোহী নেতৃবর্গ ও প্রতিমাসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছেন আর কাফিরদের হৃদয়ে এমন ভীতি সঞ্চার করেছেন যে, তারা পিছপা হতে বাধ্য হয়েছে আর অবশেষে তারা ফিরে এসে তওবা করেছে আর এটিই মহাপ্রতাপান্বিত খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল আর তিনি সত্যবাদিদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সত্যবাদি ছিলেন। অতএব, প্রণিধান করে দেখ, খিলাফতের প্রতিশ্রুতি কীভাবে সকল অনুষঙ্গ এবং লক্ষণসহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সত্তায় পূর্ণ হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)-কে সূচনাতেই নিম্নবর্ণিত পাঁচ ধরনের দুঃখবেদনা ও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রথম: মহানবী (সা.)-এর তিরধান ও বিচ্ছেদের বেদনা। খিলাফত নির্বাচন ও উম্মতের মাঝে নৈরাজ্য ও বিভাজনের আশঙ্কা। উসামার সেনাবাহিনী প্রেরণের বিষয়। চতুর্থ, মুসলমান হয়েও যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি ও মদীনায় আক্রমণকারী, যেটি ইতিহাসে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের নৈরাজ্য হিসাবে পরিচিত। পঞ্চম, মুরতাদের ফিতনা অর্থাৎ এমনসব বিদ্রোহী ও নৈরাজ্যবাদী যারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ঘোষণা করে দেয়। এই বিদ্রোহে তারাও যোগদান

করে যারা নবী হওয়ার দাবী করেছে। ভয়-ভীতির এহেন পরিস্থিতিতে বিপদাপদ ও নৈরাজ্য দূরীকরণে হযরত আবু বকর (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যে সফলতা প্রদান করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরবো। কিন্তু এর পূর্বে ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বিশদ উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি যেখানে তিনি (আ.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম খলীফা হযরত ইউশা বিন নূনের সাথে তুলনা করে হযরত আবু বকর (রা.) যেসব সমস্যাদি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হন এবং যেসব, বিজয় ও সফলতা লাভ করেছেন তার উল্লেখ করতঃ তিনি (আ.) বলেন,

যে আয়াতের মাধ্যমে উভয় ধারার অর্থাৎ, মূসাঈ খিলাফতের ধারা এবং মুহাম্মদী খিলাফতের ধারার মাঝে সাদৃশ্য সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ, যে আয়াত দ্বারা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদী নবুয়্যতের ধারার খলীফাগণ মুসাঈ নবুয়্যতের ধারার অনুরূপ ও সাদৃশপূর্ণ সেই আয়াতটি হল,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ সেসব মু'মিন যারা সৎকর্ম করে, তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদের মধ্য থেকে পৃথিবীতে খলীফা নির্বাচন করবেন, সেই খলীফাদের অনুরূপ যাদেরকে তাদের পূর্বে (নির্বাচন) করেছিলেন (সূরা আন্ নূরঃ ৫৬)। যখন আমরা 'অনুরূপ' শব্দটিকে দৃষ্টিপটে রেখে বিষয়টিকে দেখি, যা মূসায়ী খলীফাদের সাথে মুহাম্মদী খলীফাদের সাদৃশ্য আবশ্যক করে দেয়, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে, এই দু'টি উম্মতের খলীফাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক। আর সাদৃশ্যের প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী হলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এবং সাদৃশ্যের শেষ বহিঃপ্রকাশ হলেন, সেই মসীহ্ যিনি মুহাম্মদী ধারার খাতামুল খোলাফা, আর যিনি মুহাম্মদী খিলাফতের ধারার সর্বশেষ খলীফা। সর্বপ্রথম খলীফা, হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি হলেন হযরত ইউশা' বিন নূনের বিপরীতে ও তার সদৃশ যাকে আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর খিলাফতের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণতা তার মাঝে ফুঁকে দেন। এমনকি মসীহ্র জীবিত থাকার ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে খাতামুল খোলাফাকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো, সেসব বিভ্রান্তি হযরত আবু বকর (রা.) পরম স্পষ্টতার সাথে সমাধান করে দিয়েছেন। আর সাহাবীদের মধ্য থেকে একজন সদস্যও এমন ছিলেন না যাদের বিগত নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) মৃত্যুর বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে নি। বরং সকল বিষয়ে প্রত্যেক সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)'র সেভাবেই আনুগত্য বরণ করেন, যেভাবে হযরত মূসার মৃত্যুর পর বনী ইস্রাঈল হযরত ইয়াশূ' বিন নূনের আনুগত্য করেছিল। আর আল্লাহ্ও মূসা ও ইয়াশূ' বিন নূনের আদলে যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং তাঁর সুরক্ষাকারী ও সমর্থন প্রদানকারী ছিলেন, তেমনিভাবেই আবু বকর সিদ্দীককে সাহায্য ও সমর্থন প্রদানকারী হয়ে যান।" [ইউশা' বিন নূন বা ইয়াশূ' বিন নূন একই কথা, একই নাম]। তিনি (আ.) বলেন, "বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইয়াশূ' বিন নূনের মত এমনভাবে তাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন যে, কোন শত্রু তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি। আর উসামার

নেতৃত্বাধীন বাহিনীর অসম্পূর্ণ কাজ, যা হযরত মূসার অসম্পূর্ণ কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখতো, হযরত আবু বকরের হাত দিয়ে তা সম্পূর্ণ করেন। আর হযরত ইয়াশূ' বিন নূনের সাথে হযরত আবু বকরের আরেকটি আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য হল, হযরত মূসার মৃত্যুর সংবাদ সর্বপ্রথম হযরত ইউশা' জানতে পারেন এবং আল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ে ওহী অবতীর্ণ করেন যে, মূসা মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন ইহুদীরা হযরত মূসার মৃত্যুর বিষয়ে কোন ভ্রান্তি বা মতভেদে নিপতিত না হয়, যেমনটি ইয়াশূ'র পুস্তকের প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায়। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সুনিশ্চিত বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র দেহে চুম্বন করে বলেন, **'আপনি জীবিতাবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও পবিত্র।'** এরপর মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার বিষয়ে কতিপয় সাহাবীর হৃদয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এক গণ-সমাবেশে কুরআন শরীফের আয়াতের বরাত টেনে খণ্ডন করেন। একইসাথে এই ভ্রান্ত ধারণারও মূলোৎপাটন করেন যা মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহে গভীর দৃষ্টিপাত না করার ফলে হযরত মসীহ্‌র জীবিত থাকার বিষয়ে কারও কারও মনে বিদ্যমান ছিল। যেভাবে হযরত ইয়াশূ' বিন নূন ধর্মের চরম শত্রু ও মিথ্যাবাদী এবং বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের ধ্বংস করেছিলেন, তেমনিভাবেই অসংখ্য বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ও মিথ্যা নবী হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে নিহত হয়। যেভাবে হযরত মূসা পথিমধ্যে এমন সংকটপূর্ণ সময়ে মৃত্যুবরণ করেন যখন বনী ইস্রাঈল কেনানবাসী শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করে নি এবং অনেকগুলো লক্ষ্য পূর্ণ হওয়া বাকি রয়ে গিয়েছিল আর চারপাশে শত্রুদের হৈ-হল্লা বিরাজমান ছিল এবং হযরত মূসার মৃত্যুর পর আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনিভাবেই আমাদের নবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এক ভয়ংকর যুগের সূচনা হয়। আরবের অনেকগুলো গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়, কতিপয় গোত্র যাকাত প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং কয়েকজন মিথ্যা নবী দণ্ডায়মান হয়। এমন সময়ে, যা এক অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত, অটল-অবিচল, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ খলীফার দাবী রাখতো, আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। খলীফা হওয়ার পর পরই তাঁকে অনেক দুঃখবেদনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.)'র উক্তি রয়েছে যে, মরুবাসীদের সৃষ্ট বিবিধ প্রকার ফিতনা ও বিদ্রোহ এবং ভণ্ড নবীদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠার কারণে আমার পিতার ওপর যখন তিনি রসূল (সা.)-এর খলীফা মনোনীত হন তখন যেসব বিপদাপদ আপতিত হয়েছে এবং যেসব দুঃখ-কষ্ট তাঁর হৃদয়ে আপতিত হয়েছে সেসব দুঃখ-কষ্ট যদি কোন পাহাড়ের ওপর পতিত হত তাহলে তা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভূমির সাথে মিশে যেতো। কিন্তু যেহেতু, খোদা তা'লার এ রীতি হল, যখন খোদার রসূলের মৃত্যুর পর তাঁর কোন খলীফা মনোনীত হয় তখন তাঁর (খলীফার) মাঝে বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা এবং হৃদয়ের দৃঢ়তার প্রেরণা ও চেতনা তার মাঝে ফুঁকে দেওয়া হয়। যেমন, (বাইবেলের) ইশূর প্রথম অধ্যায়ের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা হযরত ইউশা'কে বলেন, দৃঢ় হও এবং সাহস দেখাও অর্থাৎ, মূসা (আ.) মারা গেছেন এখন তুমি দৃঢ় হয়ে যাও। এই একই আদেশ শরীয়তের আদলে নয় বরং তকদীদের সিদ্ধান্ত হিসেবে হযরত আবু বকর

(রা.)'র হৃদয়েও অবতীর্ণ হয়েছিল। পারস্পরিক সাদৃশ্য ও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্যের নিরিখে প্রতীয়মান হয় যে, আবু বকর বিন কোহাফা এবং ইউশা' বিন নূন একই ব্যক্তি। খিলাফতের সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোন থেকে স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যতা প্রকাশ করেছে। এটি এ কারণেও যে, দু'টি দীর্ঘ সিলসিলা বা ধারার মাঝে পরস্পর সাদৃশ্য যারা দেখে থাকে তারা স্বভাবতই এই রীতি অনুসরণ করে যে, হয়ত প্রথমকে দেখে বা শেষকে। কিন্তু দুই সিলসিলার মধ্যবর্তী সাদৃশ্য– যার গবেষণা এবং অনুসন্ধান বেশি সময়ের দাবী রাখে সেটি দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না বরং প্রথম এবং শেষটির মাধ্যমেই কিয়াস বা অনুমান করে নেয়। এজন্য খোদা তা'লা ইউশা' বিন নূন এবং আবু বকরের তথা উভয় খিলাফতের প্রথম বিকাশের মাঝে এবং হযরত ইসা ইবনে মরিয়ম ও এই উম্মতের মসীহ্ মওউদ তথা উভয় খিলাফতের শেষ সিলসিলায় যে সাদৃশ্য রয়েছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। উদাহারণস্বরূপ, ইউশা' এবং আবু বকরের মাঝে সেসব সাদৃশ্য রাখা হয়েছে যেন তাঁরা একই সত্তা অথবা একই মানিক্যের দু'টি টুকরা। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর বনী ইস্রাইল জাতি ইউশা' বিন নূন এর কথার অনুগত হয়ে গিয়েছিল আর কোন ধরনের মতভেদ করেনি বরং সবাই নিজ আনুগত্য প্রদর্শন করেছে একই ঘটনা হযরত আবু বকরের বেলায়ও ঘটেছে আর সবাই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে অশ্রু ঝরিয়ে সাগ্রহে হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করেছে। মোটকথা, সকল দৃষ্টিকোন থেকে হযরত আবু বকরের সাথে হযরত ইউশা' বিন নূন (আ.)-এর সাদৃশ্য প্রমাণিত। খোদা তা'লা হযরত ইউশা' বিন নূনকে সাহায্য করেছেন যেরূপে হযরত মূসাকে সাহায্য করতেন তদ্রুপ খোদা তা'লা সমস্ত সাহাবীর সামনে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাজে বরকত প্রদান করেছেন এবং নবীদের মত তিনি সাফল্য পেয়েছেন। তিনি (রা.) খোদার পক্ষ থেকে শক্তি এবং প্রতাপ পেয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং মিথ্যা নবী দাবীকারকদের হত্যা করেছেন যাতে সাহাবীরা (রা.) জানতে পারেন যে, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে খোদা ছিলেন তদ্রুপ তাঁর সাথেও আছেন। আরেকটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য হযরত আবু বকর এবং ইউশা' বিন নূন এর মাঝে রয়েছে আর তা হল, হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ইউশা' বিন নূনকে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটি ভয়ঙ্কর নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল যার নাম জর্ডান নদী; জর্ডানে তখন ঝড় ছিল যার কারণে তা পার হওয়া অসম্ভব ছিল আর যদি সেই ঝড়ের মধ্যে পার না হতো তাহলে শত্রুদের হাতে বনী ইস্রাইলীদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। আর এটি প্রথম সেই ভয়ংকর বিষয় ছিল যা হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ইউশা' বিন নূনকে তার খিলাফতের যুগে সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে সময় খোদা তা'লা এই ঝড়ের কবল থেকে অলৌকিকভাবে ইউশা' বিন নূন ও তার সৈন্য-সামন্তকে রক্ষা করেছিলেন আর জর্দান নদী শুকিয়ে যায় কারণে তারা অতি সহজেই তা অতিক্রম করে। সেই শুষ্কতা জোয়ার-ভাটার আদলে ছিল বা কোন অলৌকিক নিদর্শনও হতে পারে। যাহোক, এভাবে আল্লাহ্ তা'লা সেই ঝড় এবং শত্রুদের নিপিড়ন থেকে তাদের রক্ষা করেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর সত্য খলীফা হযরত আবু বকরকে সাহাবীদের পুরো জামাত সহ যা এক লাখের বেশি

ছিল, সেই ঝড়ের ন্যায় বরং তার থেকেও ভয়াবহ ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অর্থাৎ, দেশে চরম বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে আর আরবের সেসব বেদুঈন, যাদের সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেছিলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৫)

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাদের বিকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল, যাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এই আয়াতের অর্থ হল, মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তুমি বলে দাও যে, তোমরা ঈমান আনয়ন কর নি, বরং বল যে, আমরা মুসলমান হয়েছি, কেননা ঈমান এখনও তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন, অতএব এমনটিই ঘটে আর তারা সবাই মুরতাদ হয়ে যায় এবং কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় আর কিছু লোক (মিথ্যা) নবুয়্যতের দাবী করে বসে; যাদের সাথে কয়েক লক্ষ দুর্ভাগা মানুষ যোগদান করেন। আর শত্রুদের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, সাহাবীদের জামা'ত তাদের সামনে কোন গুরুত্বই রাখতো না। দেশে এক ভয়ানক ঝড় দেখা দেয় আর এই ঝড় সেই ভয়ানক পানির চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিল যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল হযরত ইউশা' বিন নূন (আ.)-এর। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর তিরোধানের পর অকস্মাৎ হযরত ইউশা' বিন নূন চরম পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছিলেন, অর্থাৎ নদীতে ভয়াবহ ঝড় উঠেছিল আর কোন জাহাযও ছিল না, চতুর্দিক থেকে শত্রুর আশঙ্কা ছিল, হযরত আবু বকর (রা.)ও একই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেন এবং আরবদের মুরতাদ হওয়া ঝড়ের রূপ ধারণ করে আর মিথ্যা নবীদের আরেকটি ঝড় সেটিকে আরও শক্তিশালী করতে থাকে। এই ঝড় ইউশা'র ঝড়ের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না, বরং অনেক জোরালো ছিল। এছাড়া যেভাবে খোদার বাণী হযরত ইউশা'কে শক্তি যোগায় এই বলে যে, তুমি যেখানে যেখানে যাও আমি তোমার সাথে থাকি। তাই অবিচল থাক এবং সাহসী হও আর নিরাশ হয়ো না। তখন ইউশা'র মাঝে অনেক শক্তি ও অবিচলতা ও সেই বিশ্বাস জন্মে যা খোদার আশ্বস্ত করার ফলে জন্ম নেয়। একইভাবে বিদ্রোহের ঝড়ের সময় হযরত আবু বকর (রা.) খোদা তা'লার কাছ থেকে শক্তি লাভ করেন। সেই যুগের ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যে ব্যক্তি অবগত সে সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, সেই ঝড় এত ভয়াবহ ছিল যে, খোদার সাহায্য যদি আবু বকর (রা.)'র সাথে না থাকত আর ইসলাম সত্যিকার অর্থে খোদার পক্ষ থেকে না হতো এবং আবু বকর (রা.) সত্য খলীফা না হতেন, তাহলে সেদিনই ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। কিন্তু ইউশা' নবীর মতো খোদার পবিত্র বাণী দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শক্তি লাভ করেন। কেননা, খোদা তা'লা পূর্বেই এই বিপদ বা পরীক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করবে সে নিশ্চিত বিশ্বাস করবে যে, নিঃসন্দেহে এই বিপদের সংবাদ পূর্বেই পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছিল আর সেই সংবাদটি হল এই যে,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (সূরা আন্ নূর: ৫৬)

অর্থাৎ, খোদা তা'লা সৎকর্মশীল বিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে খলীফা বানাবেন, পূর্বে মনোনীত খলীফাদের মতো আর সেই খিলাফতের ধারার ন্যায় সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করবেন, যা মূসার (মৃত্যুর) পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং (এই আয়াতের) কিছুটা তফসীরি বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, সেই খিলাফতের সিলসিলার ন্যায় সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করবেন, যা মূসার (মৃত্যুর) পর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তাদের ধর্মকে, অর্থাৎ তাঁর মনোনীত ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং এর শিকড় প্রোথিত করে দিবেন এবং ভয়ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। দেখ! এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভয়ভীতির যুগও আসবে আর শান্তি হারিয়ে যেতে থাকবে কিন্তু খোদা তা'লা সেই ভয়ভীতির যুগকে পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। অতএব, একই ভীতির সম্মুখীন ইউশা' বিন নূন-এরও হতে হয়েছিল। আর যেভাবে তাকে খোদার বাণীর মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হয়েছিল সেভাবেই হযরত আবু বকর (রা.)-কেও খোদার বাণীর মাধ্যমে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

ইনশাআল্লাহ্ এই পাঁচটি বিষয়ের বাকি বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে তুলে ধরা হবে। বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য দোয়া করুন (কেননা) এ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। এখন তো পারমাণবিক যুদ্ধেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি আর বহুবার বলেছি যে, এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। কেবল আল্লাহ্ তা'লাই তাদের বিবেকবুদ্ধি দান করতে পারেন। এই দিনগুলোতে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করুন, অনেক বেশি এস্তেগফার করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পাপসমূহ-ও ক্ষমা করুন এবং বিশ্বনেতাদের বিবেকবুদ্ধি দিন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তকে (কোন) এক সময় বিশেষভাবে নসীহত করেছিলেন যে, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল্ বাকারা: ২০২) দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করুন। আর {তিনি (আ.)} বলেছিলেন যে, রুকুর পর দাঁড়িয়ে এই দোয়া পাঠ করুন। বর্তমানে এই দোয়টিও বেশি বেশি পাঠ করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা (সবাইকে তাঁর) কল্যাণরাজিতে ভূষিত করুন এবং সকল প্রকার আগুনের আযাব থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।

আজ আমি একটি গয়েবানা জানাযাও পড়াব, যা সিরিয়া নিবাসী মুকাররম আবুল ফারাজ আল্ হুসনী সাহেবের। তিনি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, নব্বই বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ। তার পিতা মুকার্‌রম মুহাম্মদ আল্ হুসনী সাহেব প্রাথমিক আহমদীদের একজন ছিলেন, যিনি মওলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেবের মাধ্যমে বয়আ'ত গ্রহণ করেছিলেন। আবুল ফারাজ আল্ হুসনী সাহেব সিরিয়া জামা'তের প্রথম আমীর মুকার্‌রম মুনীর আল্ হুসনী সাহেবের ভাতিজা ছিলেন এবং তার এমারতকালে তিনি নায়েব আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করেছেন। এরপর-ও (তিনি) নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৩৩ সালে (তিনি) জন্মগ্রহণ করেন এবং (তার) চাচা মুনীর আল্ হুসনী সাহেবের পুণ্য, খোদাভীতি ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বেশ প্রভাবিত ছিলেন। অধিকাংশ সময় তার বৈঠকে বসতেন। পনেরো বছর বয়সে একদিন রেডিওতে (কুরআন) তিলাওয়াত শুনে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় এবং তিনি কান্না করতে থাকেন। তার চাচার কাছে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে আরও জানতে চাই। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পুস্তক তাকে প্রদান করেন। উক্ত পুস্তক পাঠের ফলে তার জগৎ বদলে যায় আর তিনি তার চাচার কাছে এসে বলেন, আমি বয়আ'ত করতে চাই। তিনি আহমদীয়া খিলাফতের তিনজন খলীফার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। ১৯৫৫ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন দামেস্ক সফরে যান তখন মরহুম তার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং (হুযূরের) নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনেরও সুযোগ হয়। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সান্নিধ্যে রাবওয়ায় কয়েক মাস অবস্থান করে উর্দূ শেখার এবং জামা'তী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবারও সুযোগ লাভ করেন। সে বছরই তিনি পাকিস্তান থেকে কাদিয়ান যাওয়ারও সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি জলসা সালানা উপলক্ষ্যে যুক্তরাজ্যে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। এরপর ২০১৭ সালে পুনরায় তার কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ হয় আর জলসায় তিনি আরবী ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণও প্রদান করেন।

মরহুম অনেক নেক, পুণ্যবাণ, নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীল বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না এবং তার স্ত্রীও অ-আহমদী। সিরিয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন, আমি ২০১৭ সালে তার সাথে কাদিয়ান দর্শনের জন্য যাই। যদিও তিনি অনেক দুর্বল ছিলেন কিন্তু তার উৎসাহ-উদ্দীপনার আতিশয্য এমন পর্যায়ে ছিল যে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি মাটিতে হাঁটছেন না, বরং বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছেন। অথচ পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল যে, অসুস্থতার কারণে তিনি যেতে-ই চাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি যখন তাকে বলি যে, আপনি সেখান থেকে হয়ে আসুন তখন তিনি বলেন, যুগ খলীফার নির্দেশ যখন এসে গেছে অথবা তিনি বলেছেন যাও কোন চিন্তা নেই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন, তার এবং তার স্ত্রীর যে অসুস্থতা এবং দুর্বলতা ছিল, (তা থেকে) উভয়েই আরোগ্য লাভ করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সেখানে যান, বরং মিনারাতুল মসীহ্‌তে চড়ার সৌভাগ্যও লাভ করেন আর বর্ণনাকারী বলেন যে, সেখানে যুবকদের চেয়ে দ্রুত তিনি উপরে উঠে যান, অথচ পূর্বে হাঁটতেও অসুবিধা ছিল।

ডাক্তার মুসাল্লাম দরোবি সাহেব লিখেন যে, মরহুম এক ওলীউল্লাহ্ এবং সিরিয়ার আবদালদের একজন ছিলেন। আমি নিজেও এবং অন্যান্য বন্ধুরাও এর সাক্ষী। তিনি দামেস্ক-এর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের একজন ছিলেন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আর বাজারে তার সুখ্যাতি ছিল। মরহুম খুবই প্রজ্ঞাবান ও মেধাবী ছিলেন। রীতিমতো তাহাজ্জুদ পড়তেন। সত্য স্বপ্ন দেখতেন, তার বহু (স্বপ্ন) পূর্ণ হয়েছে। সেগুলোর মাঝে অনেকগুলো সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিপদাপদ সম্পর্কিতও ছিল। বিভিন্ন মুরব্বী যখন আরবী শিক্ষার জন্য সিরিয়ায় আসতেন তিনি তাদের খুবই সম্মান করতেন, তার কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তাদেরকে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত তারা তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসামুন নকীব সাহেব, যিনি আজকাল তুরস্কে রয়েছেন, তিনি লিখেন, মরহুম বহু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা। মরহুমের সাথে করা কাদিয়ান সফর আমি সারা জীবন ভুলতে পারব না। এই সফরের প্রতিটি বিষয় এক নিদর্শন ছিল। আমি কাদিয়ানে সর্বক্ষণ তার সাথে ছিলাম। কাদিয়ানে তিনি একটি দোয়া-ই করতেন যে, হে খোদা! যুগ খলীফাকে সাহায্য ও সমর্থন কর, আর তার আয়ু এবং সকল কাজে বরকত দান কর। অতঃপর তিনি লিখেন যে, যখন সভায় কোন ব্যক্তি যুগ খলীফার কোন নির্দেশ বর্ণনা করত সেই সময় কাউকে কথা বলার অনুমতি দিতেন না যেন তিনি নির্দেশনা ভালোভাবে শুনে নিতে পারেন এবং বুঝতে পারেন এবং উপভোগ করতে পারেন।

অত্যন্ত নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। কারও কাছ থেকে নিজের প্রশংসা শুনে আনন্দিত হতেন না, বরং তাকে ধমক দিয়ে বলতেন এসব কথা রাখ, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর জামা'তই সবকিছু, অতএব জামা'তের কথা বল। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক অধ্যয়ন করা কখনো পরিত্যাগ করেন নি। শেষ বছরগুলো ব্যতিরেকে, যখন তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কখনো জামা'তী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা পরিত্যাগ করেন নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর তফসীরে কবীরের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। যখন কেউ তার কাছে কোন কুরআনী আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করতো তখন তিনি তফসীরে কবীরের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন।

তার ভাতিজা মুহাম্মদ আম্মারুল হুসনী সাহেব, যিনি এখানে যুক্তরাজ্যে আছেন, তিনি বলেন, আমার বয়স ছিল ১৪ বছর যখন আমি তার সাথে জুমুআর নামাযে যেতাম। ফিরে আসার সময় তার সাথেই বাড়ি ফিরতাম আর পথে জামা'তী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। তিনি বিস্তারিতভাবে সেগুলোর উত্তর দিতেন। সিরিয়ায় জামা'তী পুস্তকাদিও সহজলভ্য ছিল না। জামা'তের সদস্যদের জামা'তী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে মরহুমের বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি যখন রাবওয়া গিয়েছিলেন, সেখানে উর্দূ পড়া শিখেছিলেন। তিনি উর্দূ বই পুস্তক নিয়ে আসতেন, উর্দূ বইপুস্তক পড়ে এবং বুঝে এরপর সেগুলো অনুবাদ করে জামা'তের সদস্যদের বলার চেষ্টা করতেন। মরহুম একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। কখনো পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন নি। সর্বদা

খাদেম হিসেবে থাকতেই পছন্দ করতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে আমীর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি বলেন, মানুষ বলবে যে, পারিবারিকভাবে সবকিছু চলছে, আর এমারতের কাজও, তাই অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন, আমি তার সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করব। আর এরপর নিজের চেয়ে স্বল্প বয়সের আমীরের সাথে সহযোগিতা করেন আর পূর্ণ সহযোগিতা করেন, বরং এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার স্ত্রী'র অনুকূলে তার সকল দোয়া গ্রহণ করুন, আর তাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করুন। নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)